দৈনিক ইনকিলাব

080

তারিখ ... 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষাঃ কিছু কথা

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র বুনিয়াদ হোল প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার যে রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা একটি উন্নয়নশীল জাতির জন্য হতাশার পদধ্বনি ছাড়া কিছুই নয়।

শিক্ষিত জাতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটি হচ্ছে শিক্ষা লাভের প্রাথমিক স্তর। প্রাথমিক স্তর তথা ভিত্তিপ্রস্তর যদি মজবুত না হয় তবে সেখানে শিক্ষার উচ্চপ্রাসাদ দণ্ডায়মান হতে পারে না। তাই জাতীয় জীবনে আমরা যদি শিক্ষিত জাতি হিসেবে পরিচিত হতে চাই তবে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সরকার এ গুরুত্ব ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন। আর শিক্ষকদের জন্য করে দিয়েছেন যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা। নীতি-নিয়ম ঠিকই আছে, সুযোগ-সুবিধা রীতিমত আছে। শিক্ষকদের দাবী আদায়ে প্রয়োজনে ধর্মঘটও চলে, কিন্তু ফল দেখা যায় না। জাতি শিক্ষিত হচ্ছে কোথায়? স্বাক্ষরতার আনুপাতিক হার হয়ত বাড়ছে কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে না। এর কারণ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ঘুনে ধরেছে।

আমাদের দেশে সাধারণ দু'ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে, একটা শহুরে অন্যটা গ্রামীণ। এ দু'টোতেই প্রাথমিক শিক্ষায় ঘুন ধরেছে ব্যাপকভাবে।

ধরা যাক শহরের কথা। শহরে আমরা দেখছি প্রাথমিক শিক্ষার তেমন গুরুত্ব নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শহর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিলুপ্ত করে দিলেও একরকম মন্দ হয় না। কারণ এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যাঙের ছাতার মত কিণ্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসা চলছে জমজমাট। আমাদের দেশের সচ্ছল ব্যক্তিরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের কিণ্ডার গার্টেনেই পড়ান। সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ করেন মাসে মাসে। আর এভাবে খরচ না করলে নাম-দাম থাকে না। এর মধ্যে একেবারে ভাল শিক্ষা লাভের আশা যে নেই তা নয়। তবে কথা হোল, যারা বিত্তশালী তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না দিয়ে কিণ্ডার গার্টেনে দেন।

আর যারা মধ্যবিত্ত এবং গরীব, বাঁচার তাগিদে শহরে এসেছে তারা ছেলে-মেয়েদের পাঠায় প্রাথমক বিদ্যালয়ে। এদের আছে পারিবারিক সমস্যা, তাই ঠিকমত পারে না ক্লাসে হাজির হতে। এছাড়াও জামা-কাপড়, খাতা-পেনসিল, বইপত্রের নানান সমস্যা রয়েছে বিধায় শিক্ষকগণ ভাল শিক্ষা দিতে পারে না এদের। শুধু যে ভাল শিক্ষা দিতে পারেন না তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেনও না। কারণ শিক্ষকদের তো টিউশনী আছে—অতএব ক্লাসে পড়ান আর নাই পড়ান প্রাইভেট পড়াতে পরামর্শ দেন অভিভাবকদের। আর যারা প্রাইভেট পড়ে তারা প্রশ্ন আগেই পেয়ে যায়। শ্রেণীতে প্রথমও হয়। অতএব দেখা যায় ছাত্ররা প্রকৃত শিক্ষা লাভে ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে, শুধু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই।

গ্রামের কথা ধরা যাক; সেখানে অনেক শিক্ষকই নিজগ্রাম্য স্কুলে চাকরি করেন। দশটার স্কুল অনেক সময় একটা-দেড়টায়ও বসে। আবার বাড়ীতে শিক্ষকগণ অনেক কাজকর্ম ফেলে রেখে যান স্কুলে।

তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার তাগিদ থাকে। ক্লাসে এসেও ছাত্রদের প্রায় সময়ই বলে থাকেন—পড়া হয়েছে? জি, স্যার হয়েছে। সামনের থেকে দু'পৃষ্ঠা পড়ে আসবি। এ বলে স্কুলে ছুটি দিয়ে বাড়ী যান। অতএব ছাত্ররা বাড়ীতে গিয়ে আর পড়বে কি! সারা দিন খেলাধুলা আর দুষ্টমি করে কাটিয়ে দেয়। অভিভাবকদের চাপে যদিও পড়তে বসে, তবুও বই ধরতে ভয় পায় তারা। কারণ স্যার তো পড়িয়ে দেননি, সে পড়বে কিভাবে? আর স্যার তো পুরনো পড়া জিজ্ঞাসা করেন না—অতএব অসুবিধা নেই। এভাবে কাটে মাসকে মাস। শেষে বার্ষিক পরীক্ষা এসে যায়। ফেল করে প্রায় সকলে। শুধুমাত্র গ্রামের মাতব্বরদের ছেলেমেয়েরা পাস করে তবে লেখা পড়া করে নয়, মাস্টাররা মাতব্বরদের ভয় করেন—আর শ্রদ্ধা করেন এ জন্য।

অতএব, দেখা যাচ্ছে শহরে কি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে জাতিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারছে না। এ অবস্থা জাতির জন্য বিরাট হতাশা। তাই জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো অর্থবহ করে তুলতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সকল সমস্যা দূর করতে হবে। তা-না হলে জাতীয় শিক্ষার ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

—মুহাম্মদ আবদুর রশীদ